

ধর্ম পরিচয় বনাম মানবিক অধিকার রক্ষা

দ্বিতীয় দর্

ডঃ ভবানী প্রসাদ সাহু

পূর্ববর্তী অংশের পর ...

...ঈশ্বর বিশ্বাস ও ধর্ম পরিচয়ের কৃতিমতা, ভ্রান্তি ও বিপদকে সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠভাবে চিহ্নিত ও লোপ করার ক্ষেত্রে অন্তত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সং মানবতাবাদী ব্যক্তিদের দ্বিধা থাকা উচিত নয়। বিশেষত এ ধরনের দ্বিধা ও সংকোচ দ্রুত দূর করা উচিত, কারণ ঐ ধরনের মিথ্যা ধারণাকে আঁকড়ে রাখাটা মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশের পরিপন্থী। ধর্ম ও ঈশ্বরবিশ্বাস মানুষ ও তার সমাজের চেয়ে ‘ঈশ্বর ও তার নির্দেশাবলী’ কে বেশী গুরুত্ব দেয়ার কথা বলে। তাই অবশ্যই তা মানবতা ও মানবিক অধিকার রক্ষার বিরোধী।...

তবে এ সবার পাশাপাশি এটি ও সত্য যে যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন বলে বলেন ও ঈশ্বরবিশ্বাস কেন্দ্রিক বিভিন্ন ধর্মে নিজেদের পরিচিত করান, তারা প্রায় কেউই প্রকৃত বিচারে সত্যিকারের ঈশ্বরবিশ্বাসী বা ধার্মিক নন। খাবারের টান পড়লে তাঁরা সবাই হয় চাকরি, চাষাবাস, বা অন্যান্য বাস্তব কাজে সচেতন হন কিংবা অন্তত, ঈশ্বরের নামে নিয়েই হয়তো মানুষের কাছে ভিক্ষা চান;- প্রকৃত ঈশ্বর বিশ্বাসীদের মত ‘তিনি সব পাইয়ে দেবেন’ বিশ্বাস করে কায়মনোবাক্যে শুধু ঈশ্বরের আরাধনাই করেন না (প্রাচীন অনেক গল্পে কেউ কেউ এমন করতেন বলে যেমন পড়া যায়)। হিন্দু ধর্মালম্বী হয়ে ও বেদ বর্ণিত উপায়ে আজকাল আর কেউ মন্ত্র পড়ে জন্ডিস-উদরী ইত্যাদি সারাতে বসেন না বা স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া হলে কেউ মন্ত্র পড়ে জন্ডিস-উদরী ইত্যাদি সারাতে বসেন না বা পলায়ন পর স্ত্রীকে বেদ মন্ত্র পড়ে আটকানোর চেষ্টা করেন না- অথচ এ ধরনের অজস্র সমস্যার সমাধানের জন্য সুনির্দিষ্ট বৈদিক মন্ত্র আছে;- অর্থাৎ এঁরা বেদ মানে না। কোরান না মেনে অসংখ্য মুসলিম ই ব্যাংকে টাকা রেখে বা অন্য উপায়ে সুদ নেন কিংবা সুরা ৯/৫ - এ যেমন বলা আছে “যেখানেই তাদের দেখবে সেখানেই পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর ও তাদের হত্যা কর” এমন নির্দেশ অসংখ্য মুসলিম ই কার্যকর করতে সাহস পান না বা বর্তমান কালে না কার্যকরী করাই উচিত বলে ভাবেন। অন্যান্য নানা ধর্মের অনুসারীদের ক্ষেত্রেই এ ধরনের উদারণ আছে। তাঁদের মধ্যে কেউ কম বা বেশি গোড়া, কিন্তু ধর্মশাস্ত্রের সবকিছু নিখুঁতভাবে মানার মত লোক নেই-ই বলা যায়। বিশেষ মানুষের বা মনুষ্যগুণটির সৃষ্টি করা ও চাপিয়ে দেওয়া এই সব তথাকথিত ধর্মগ্রন্থগুলির অপ্রাসঙ্গিক, অমানবিক নানা নির্দেশ না মেনে ক্ষতি খুব একটা হচ্ছে না। তবে এটি সত্য যে, এই ই যদি বাস্তব হয়, প্রকৃত ঈশ্বর বিশ্বাসী ও প্রকৃত ধর্মচারী যদি নাই থাকে তবে ঈশ্বর বিশ্বাস ও ধর্ম পরিচয়ের কৃতিমতা, ভ্রান্তি ও বিপদকে সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠভাবে চিহ্নিত ও লোপ করার ক্ষেত্রে অন্তত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সং মানবতাবাদী ব্যক্তিদের দ্বিধা থাকা উচিত নয়। বিশেষত এ ধরনের দ্বিধা ও সংকোচ দ্রুত দূর করা উচিত, কারণ ঐ ধরনের মিথ্যা ধারণাকে আঁকড়ে রাখাটা মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশের পরিপন্থী। ধর্ম ও ঈশ্বরবিশ্বাস মানুষ ও তার সমাজের চেয়ে ‘ঈশ্বর ও তার নির্দেশাবলী’ কে বেশী গুরুত্ব দেয়ার কথা বলে। তাই অবশ্যই তা মানবতা ও মানবিক অধিকার রক্ষার বিরোধী। তা এ ক্ষেত্রে বাধা দুই বিপরীত দিক থেকে আসবে। সাধারণ সরলবিশ্বাসী অসচেতন মানুষ ধর্ম ও ঈশ্বরবিশ্বাসের নেশায় বঁদু হয়ে থাকতে ভালবাসেন। এর উপর আঘাত তাঁদের অস্তিত্বের উপর আঘাত বলে মনে করেন বা তাঁদের ঐ ভাবে ভাবানো

হয়, তাই তাঁরা সবকিছু তলিয়ে না বুঝে মানবপ্রেমিক ঈশ্বর ও ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়বেন। তাঁদের সচেতন করার ও মানবিক শুভবোধে উদ্বুদ্ধ করার দায়িত্ব সচেতন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষদের। আঘাত আসবে ঐ সব ধান্দাবাজ গোষ্টির কাছ থেকে ও যারা ঐ ঈশ্বরবিশ্বাস ও ধর্মকে ভাজিয়ে নিজেদের জীবিকা, প্রতিপত্তি, শাসন ও আধিপত্য টিকিয়ে রাখে, সচেতন বা অসচেতন যেভাবেই হোক না কেন। এদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে অন্যদের উদ্বুদ্ধ করার দায়িত্ব ও সচেতন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানবতাবাদী ব্যক্তিদের।

কিন্তু প্রশ্ন আসে, এ সবার অর্থ কি মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসের স্বাধীনতায় ও গণতান্ত্রিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করা নয়? অবশ্যই নয়, কারণ কাউকে জোর করে বিশেষ ধর্মে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করানোর জন্য প্রচেষ্টা করাটাই সুস্থ ব্যাপার নয় এবং তা করা উচিত নয়। সামগ্রিক ভাবে এই ধর্ম ও তার ঈশ্বরের সৃষ্টি, সৃষ্টির কারণ, টিকে থাকার ভিত্তি, বিপদ ও শ্রেণীগত ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করতে পারলে এবং পরিবর্তিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রাসঙ্গিকতায়, মানুষই নিজে ঠিক করবেন তিনি এসব বিশ্বাস ধরে রাখবেন কি রাখবেন না। এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার উপযুক্ত করে অন্যদের গড়ে তোলার লক্ষ্যই হওয়া দরকার সেইসব মানবাতাবাদী ব্যক্তিদের কর্তব্য ও দায়িত্ব, যারা পৃথিবীতে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রাথমিক অধিকারগুলিকে অধিকারবধিগত মানুষদের অর্জন করতে চান।

নিছক ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে অন্যের উপর আঘাত যদি কেউ করে তবে তার বিরোধিতা করাটা ও এই দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। কারণ এ ধরনের ধর্মীয় আঘাত ‘ধর্ম করার প্রাচীরে ব্রজ হানার’ কাজ তো করেই না বরং ধর্মীয় উন্মাদনাকে আরো বাড়িয়ে দেয়, এবং আঘাত পাওয়া ও আঘাত দেওয়া দুপক্ষকেই বাধ্য করে ধর্মকে আরো শক্তিশালীভাবে আঁকড়ে ধরতে। বাবরী মসজিদ ভাঙাই হোক, জোর করে বা দারিদ্র্য ইত্যাদির সুযোগ নিয়ে ধর্মান্তকরনিই হোক কিংবা ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাই হোক অথবা মুক্তমনা ব্যক্তিদের হত্যার হুমকিই -এ ধরনের নানা কাজ ই নিছক এক ব্যক্তির বিশ্বাসের গণতান্ত্রিক অধিকার উপর আঘাত ই নয়, তা সার্বিক ভাবে মানবিকতাকে খর্ব করে যে ধর্ম, সেই ধর্মকে বিকৃত ভাবে ব্যবহার করার ও এক একটি উপায় এবং এ কারণেই মানবাতাবাদী ব্যক্তির এগুলির বিরোধিতা করেন বা তাঁদের করা উচিত। একই ভাবে হিন্দুদের উপর মুসলিমদের বা মুসলিমদের উপর হিন্দুদের বিষেদাগার জাতীয় নোংরামি ও ঘৃণা ও ক্রোধের সঙ্গে প্রতিরোধযোগ্য। পাশাপাশি কোন এলাকার মানুষ যদি ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে নিজ এলাকায় নিজ ধর্মীয় সৌধ গড়াকে নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার বলে মনে করেন ও তা কার্যকরী করার চেষ্টা করেন, কিংবা ধর্মীয় উৎসবের আয়োজন করেন, তার পাশে অন্তত দাড়ানো অনুচিত, সর্মথনতো দূরের কথা। শব্দ দুখন ঘটিয়ে নিরন্তন নাম সংকীর্তন বা পরিবেশে দুখন ঘটিয়ে চরণামৃতের ব্যবসা জাতীয় কাজকে তো আটকানোর চেষ্টা করাটাই মানবতাবাদী মানসিকতার পরিচয়। এ ধরনের যে সমস্ত কাজ ই অধিকারের মুখোশ পরে ধর্মকে শক্তিশালী করে সে সমস্ত কাজকেই সাহায্য করা অন্যায্য ও অমানবিক;- সম্ভব হলে তা প্রতিহত করা ও দরকার। ধর্মবিশ্বাসীদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা অন্যায্য- যান্ত্রিক ভাবে এমন ভাবনা ভেবে চুপ করে থাকা বা সাহায্য করার অর্থ মানুষকে ই প্রকৃত অর্থে তার প্রকৃত অধিকার-রক্ষা থেকে বিরত ও বিভ্রান্ত করা।

সেই অধিকার ই রক্ষা করা দরকার যা বিশেষ ব্যক্তির বা সমগ্র মানজাতির জীবন কে উন্নত করবে। সেই চেতনা ও বিশ্বাসের অধিকার কে তুলে ধরা দরকার যা আমাদের পক্ষে মজালকর। বিজ্ঞানমনস্ক মুক্তচিন্তাই সুস্থচিন্তা। তাই এর সপক্ষে কাজ করা দরকার। অস্তিত্বহীন ঈশ্বরে মিথ্যা বিশ্বাস ও ধর্মীয় বিশ্বাস যখন ক্ষতিকর ও অসুস্থ, তখন তাকে রক্ষা করার অর্থ মানুষের ক্ষতি করা ও অসুস্থতা বৃদ্ধি করা। এই বিশ্বাস মিথ্যা হলে ও তা মানুষের কিছু আপাত উপকার করে। শোকে-দুঃখে মানুষকে সান্ত্বনা দেয়। ঈশ্বর বিশ্বাস বিপদের সময় মনে অলীক সাহস যোগায়। আত্মা ও পুনর্জন্মের ধারণা অকাল মৃত প্রিয়জনের শোক লাঘবে সাহায্য করে। ধর্ম বিশেষ কিছু জনকে বিশেষ গুণ্টিবদ্ধ করে, বিশেষ মূল্যবোধে অনুপ্রাণিত করে, সামাজিক

অনুশাষনের ও শৃঙ্খলার কাজ করে। তা বিশেষ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এ ধরনের কারণে ই তার টিকে থাকা। কিন্তু এসব কিছুই - প্রথমত মিথ্যা ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত, ফাঁকি, প্রতারণা ও আত্মপ্রবঞ্চনায় ভরা; দ্বিতীয়ত এ সব কিছুর বিকল্প আছে। সবচেয়ে বড় কথা আপাত এই সব ব্যবহারিক উপযোগিতার আড়ালে তার সর্বনাশা শিকড় ব্যক্তির ও সমাজের গভীরে ঢুকে যায়। তাই আপাত কিছু ব্যবহারিক উপযোগিতার ধুয়ো তুলে ঈশ্বর ও ধর্মকে আঘাত না করার কৌশল বিপজ্জনকই।

আশার কথা বর্তমান পৃথিবীতে অন্তত পাঁচজনের মধ্যে একজন (শতকরা ২০ দশমিক ৪ জন) মানুষ সরকারিভাবে ও সুস্পষ্টভাবে নিজেদের ঈশ্বরবিশ্বাস মুক্ত ও ধর্মপরিচয়মুক্ত বলে বলিষ্ঠভাবে ঘোষণা করেছেন। আমেরিকা-আলবেনিয়া বা অস্ট্রেলিয়াই হোক, চীন-কিউবা বা রাশিয়াই হোক - পৃথিবীর প্রায় ২৩৬টি দেশের বেশ কিছু মানুষ এই দলভুক্ত এবং এদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। একদা যে মুক্ত মানবিক চিন্তা চার্বাক বা সক্রোতিস- অ্যারিস্টার্কাসের মত মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তি বা গুপ্তির মধ্যে জীবনত ছিল, আজ তা ক্রমপরিবর্তনশীল আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় একটি বিপুল শক্তির সম্ভবনা নিয়ে প্রায়জিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এর অর্থ হয়তো এই নয় যে এই প্রায় ১১৫কোটি নাস্তিক-ধর্মপরিচয় মুক্ত মানুষের সবাই-ই মানবিক অধিকার বঞ্চিত নিপীড়িত মানুষের জন্য সংগ্রাম করছেন এবং এঁদের মধ্যে এমন কেউ থাকা ও অসম্ভব নয় যিনি ভিন্নভাবে মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর কাজকর্মে লিপ্ত; তবু এটিই আজ সত্য যে, ঈশ্বরবিশ্বাস ও ধর্মবিশ্বাস মুক্তির দিকটিই যথার্থ ভাবে মানুষ কে তার বেঁচে থাকার লড়াই করতে শেখাবে, যথার্থ মানবিক মূল্যবোধে শিক্ষিত করবে, সক্ষম করবে নিজেকে মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে প্রাণ ধারণের অধিকার গুলিকে অর্জন করতে ও মানুষকে ভালবাসতে। -এই নাস্তিকতা ও ধর্মপরিচয়হীনতা আজ ঈশ্বর ও ধর্মের রক্তচক্ষু ও নিন্দাবর্ষণ উপেক্ষা করে শক্তি অর্জন করেছে। আগামী দু চার দশকেই মানুষের অধিকার রক্ষার সংগ্রামের উপযোগী দর্শন হিসাবে সে তার আন্তর্জাতিক যথার্থ্য ও সাফল্য প্রমাণ করবে।

(শেষ)

অনুলিখন

অনন্ত

ananta_atheist@yahoo.com